৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ ৮ JAN 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

২৫ বছরে নতুন সরকারী স্কুল হয়নি

চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র ভর্তি সমস্যা প্রকট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম।– বন্দর নগরী চট্টগ্রামের স্কুলসমূহে ভর্তি সংকট চরমে উঠেছে। গত আড়াই যুগেও চট্টগ্রামে একটি নতুন সরকারী স্কুল গড়ে না ওঠায় এবং দুই শিফট চালু করার সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় সংকট প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

৩০ লাখ অধিবাসীর সন্তান-সন্ততির জন্যে চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকারী স্কুল রয়েছে মাত্র নয়টি। এরমধ্যে বালকদের জন্যে ৬টি ও বালিকাদের জন্যে মাত্র তিনটি। সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্কুলের সংখ্যা ২২টি। এরমধ্যে ছাত্রদের জন্যে ৬টি এবং ছাত্রীদের জন্য ১৬টি। আর বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে।

স্বাধানতার পর পর বন্দর নগরীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লক্ষ। দীর্ঘ ২৫ বছর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শিক্ষা অধিদফতর সুত্র জানিয়েছে যে, সরকারী স্কুল সমূহে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা মাত্র অধশমত। যেখানে আবেদন পড়েছে ছয় সহস্রাধিক। অতএব ২০০ ছাত্র-ছাত্রী সরকারী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে না। আবেদনকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই মেধাবী। নগরীর দুটি উন্নতমানের বেসরকারী স্কুলে মাত্র ১০০টি আসনের জন্যে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুলে সিট সংখ্যা রয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে মাত্র চার হাজার দুই শত। সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে প্রায় আট হাজার।

ফলে, নগরীর অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নতমানের স্কুল এবং কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে হতাশায় ভুগছে।

ইতিপূর্বে সাবেক সরকারের আমলে সকল সরকারী স্কুলে দুই শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। অজ্ঞাত কারণে তা আজও চালু হয়নি।

চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ১৯৭০ সালের পর সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও সরকারী স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি একটিও। সিটি কর্পোরেশনের স্কুলের সংখ্যাও বাড়েনি।

এদিকে, বেসারকারী কিন্ডার গার্টেন স্কুলসমূহের কোন নীতিমালা না থাকায়. প্রথমশ্রেণী কেজি হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্ষেত্রভেধে দু'হাজার টাকা হতে ৭ হাজর টাকা পর্যন্ত ভর্তি ফিস আদায় করছে। মাসিক বেতন ৫০০ টাকা থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে।

ফলে, অর্থলোভী ব্যক্তিরা ব্যাঙের ছাতার মত কিন্ডার গার্টেন স্কুল গড়ে তুলছে। ইদানীং গ্যারেজ, গুদাম ঘর ও কিন্ডার গার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম শহরে।